অধ্যায় ৪ : আধুনিক বাংলা নাটক—২

বিন্যাসক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.২ পরিচিতি

৪.৩ 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গ

৪.৪ তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিফলিত সমাজজীবন

৪.৫ 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনশৈলী

৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৪.৮ অতিরিক্ত পঠন

৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায় পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- 'ছেঁড়া তার' নাটকের এই নামকরণ করার প্রকৃত যুক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে।
- শাসক ও শোষিতের রূপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে 'ছেঁড়া তার' নাটকে বর্ণিত সমাজব্যবস্থাটিকে বুঝতে পারবেন।
- ট্র্যাজেডি সম্পর্কে অভিহিত হয়ে 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনে ট্র্যাজেডি বৈশিষ্ট্যগুলোকে খুঁজে পেতে সমর্থ হবেন।

৪.২ পরিচিতি

বাংলার গ্রাম্য কৃষকদের জীবনালেখ্য অবলম্বন করে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী তাঁর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি নির্মাণ করেন। বলা বাহুল্য এই গ্রাম উত্তর বাংলার, নাটকে উত্তর বাংলার এই গ্রামজীবন আশ্রয়ের কারণ নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং উত্তর বাংলারই মানুষ। দুর্ভিক্ষ, আত্মসম্মান বোধ, সামাজিক বৈষম্য, উচ্চশ্রেণির মানুষের ক্ষমতা ভোগ, বন্ধুত্ব, দারিদ্রতা, মমতা, দায়িত্ব বোধ, অবসাদ, দীর্ঘশ্বাস এবং একটি বেদনাদায়ক সমাপ্তির সংমিশ্রণ লেখা নাটক 'ছেঁড়া তার'। এই নাট্য গল্পে নাট্যকার দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত এক মহানায়কের লড়াই, বিশেষত তার আত্মসম্মানবোধ বাঁচানোর লড়াই। যে লোকটা তার সমস্ত কিছু কেড়ে তাকে নিঃস্ব করে দিল, তার বাড়িতে লঙ্গরখানা হলে সেখানে সে নিজের সর্বস্বকে বিলিয়ে দিয়ে সে কীভাবে খেতে যায়? তাই নাট্যকারের এই কাহিনির মহানায়ক রহিম, তাকে

বিভিন্ন বেদনার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করে নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন শোষণের আঘাতে সভ্যতা কীভাবে মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। এই ভাবে আলোচ্য 'ছেঁড়া তার' নাটকটি এক বিশেষ সময়ের প্রতিনিধিত্ব করার পাশাপাশি শোষণ, প্রেম ও বন্ধুত্বের অনবদ্য দলিল হয়ে উঠেছে; এসব সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত নাটকটি কিন্তু এক পড়ন্ত মানবতাবাদের সাক্ষী হয়ে উঠেছে, যা আজকের কালের পক্ষেও সমান প্রাসঙ্গিক।

৪.৩ 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণ প্রসঙ্গ

নামকরণ একটি সংকেত। এই সংকেতের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয় কোন রচনার অন্তর্নিহিত ভাবনা। একথা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মত নাটকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নাটকের নামকরণে কখনও কখনও নায়ক, নায়িকা বা প্রধান ঘটনার আশ্রয় নেওয়া হয়। 'ছেঁড়া তার' নাটকের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নামকরণ প্রসঙ্গটি এসেছে নায়কের হতাশ হৃদয়ের একটি অভাবিত প্রতিক্রিয়ায়। দিলরুবা বাজাতে গিয়ে নায়ক রহিমুদ্দির অসতর্ক মোচড়ানির ফলে বাদ্যযন্ত্রটির তার ছিঁড়ে যায়। এই তার ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাটি নাটকটির করুণ নিষ্ঠুর পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে। এই দিক থেকে 'ছেঁড়া তার' নামকরণ নাটকীয় ঘটনার করুণ সমাপ্তির ইঙ্গিত বাহকমাত্র। অবশ্য নাটকটি যখন তুলসী লাহিড়ী লেখেন তখন তিনি তাঁর নাম দেন 'ছিন্ন তার'। বহুরুপী নাট্যসম্প্রদায় এই নাটক প্রযোজনার জন্য গ্রহণ করেই তার নাম পাল্টে রাখেন 'ছেঁড়া তার'। এই পরিবর্তনের রোমাঞ্চকর কাহিনি পরিবেশিত হয়েছে স্বপন মজুমদার রচিত 'বহুরুপী ১৯৪৮-১৯৮৮' গ্রন্থে (১৯৮৮)। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখেনা 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণটি ব্যাঞ্জনধর্মী। নাটকে দিলরুবা বাদ্যযন্ত্রটি রহিম-ফুলজানের দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। 'দিল' একটি ফারসি শব্দ। এর বাংলায় অর্থ হল হৃদয় বা মন। সমগ্র নাটকটিতে হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটিকেই নাট্যকার প্রাধান্য দিয়েছেন। নাটকটি বিশ্লেষণে তা আমাদের বোধগম্য হয়।

'ছেঁড়া তার' নাটকের ভাববস্তু মূলতঃ দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় কায়েমি স্বার্থের চক্রান্তে একটি সুখী পরিবারের বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে এবং এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রীয় চরিত্র রহিম। নাটকের প্রথম অংকের তৃতীয় দৃশ্যে রহিমের পরিবারের একটি দাম্পত্য সুখময় চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। রহিম ফুলজানের জন্য শহর থেকে জুতো কিনে এনেছিল, কিন্তু ফুলজান তা পরে চলতে পারে না, টলে পড়ে। এই পদস্খলন নাট্যকার এখানে বিশেষ প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। সে রহিমের সঙ্গে সমান তালে ও ছন্দে পা ফেলে চলতে পারে না। রহিম বলে, "মোর সাথে চলায় লাইগাবে তোর।" ফুলজান এখানে অক্ষম ও অসফল।

তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে দিলরুবায় পড়ার সংবাদটি এখানে প্রাসঙ্গিক। এর আগে দেখেছি তাতে ধুলো পড়েছে। সবই সংযোগহীনতা, সামঞ্জস্যহীনতা, স্বরের অসঙ্গতি এবং প্রতীকতাময়। ধুলাপড়া ঝুলে ভর্তি দিলরুবাটা হাতে করে রহিম বাইরে এল। নাটকে এখান থেকেই climax সৃষ্টি হয়। হাকিম

শাস্তি পায়। রহিম ফুলজানকে জোর করে অঙ্গনে নিয়ে এলেও ঘরে আনতে ব্যর্থ। রহিমের হাহাকার- "মুই তোকে খালি দুঃখয় দিছি-।" এই পর্বে স্বামী রহিমের ব্যাকুলিত আবেদন এবং স্ত্রী ফুলজানের আবেগমথিত হৃদয়ের হাহাকার সুন্দর নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টি করে নাট্য ঘটনাকে সফল করে তুলেছে। রহিমকে ছাড়াই বসিরকে নিয়ে ফুলজান থাকুক তাহলে আর হদীজের খেলাপ হবে না। হদীজের বিধানকে মেনেই ফুলজান রহিমের বাড়িতে থাকতে পারে না। ছেঁড়া ধনুকের মতো উত্তেজিত কণ্ঠে রহিমের চিরন্তন জিজ্ঞাসা- "নিকার নামে বেইজ্জৎ হইলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক্ বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটা মুখের কথা থাকি বাঁচে, তার জীউটা দুই পায়ে থেঁৎলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না—না?" রহিম উত্তেজনার বশে দিলরুবার কান মোচড়াতে গিয়ে বাদ্যযন্ত্রটির তার ছিঁড়ে ফেলে। তখন তার যন্ত্রণাকাতর উক্তি যন্ত্রণাদগ্ধ হৃদয়কে আরও ক্ষতবিক্ষত করে তুলল— "আল্লা! মোর যন্ত্রর বাজিলয় না। আল্লা! তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেলা! আল্লা! ও হো—হোঃ—" রহিম বাজনাটা ফেলে দ্রুত গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এই বন্ধ দরজাই তার জীবনের ওপর যবনিকাপাত। এখানে দিলরুবার প্রতি লক্ষ নিক্ষেপ এবং তা তুলে সুরে মন বসানো হল দাম্পত্য জীবনের সেতুবন্ধনের প্রতীক এবং এই তার ছিঁড়ে যাওয়াই তার মরণের প্রতীক।

সুতরাং একথা অনস্বীকার্য, দিলরুবা নির্জীব বস্তু হলেও তাকে কেন্দ্র করেই নাটকের সমস্ত ঘটনা আবর্তন ও বিকিরণ ঘটেছে, একদিকে তা যেমন রহিমের হৃদয়-মন-জীবন ও আদর্শ-মূল্যবোধের প্রতীক, অপরদিকে তা তেমনি দাম্পত্য জীবনের প্রতীক। রহিমের মনের তার আর ফুলজানের মনের তার এই দুইয়ের মেলবন্ধন যেমন এখানে ঘটেনি, তেমনি মানুষের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি তার বিশ্বাসও এখানে রক্ষিত নেই বলেই দিলরুবার তাঁর ছিঁড়ে গেল। তাই ভাববাদী নাট্যকার 'ছেঁড়া তার' নামকরণ করেছেন। নাটকের শেষে দিলরুবার এই তার ছিঁড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে রহিম-ফুলজানের দাম্পত্য-সুধাময় জীবনের চিরবিচ্ছেদের কথাই ঘোষণা করেছেন নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। রহিমের ট্র্যাজিক মৃত্যু ফুলজানের হৃদয়-মনকে মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে। সুতরাং নাট্য কাহিনির সঙ্গে এই নামকরণটি যথেষ্ট সঙ্গতিপূর্ণ যুক্তিপূর্ণ এবং সার্থক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

১। 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণের সার্থকতা সংক্ষেপে বিচার করুন। **(১০০ শব্দের মধ্যে)**

৪.৪ তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিফলিত সমাজজীবন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও ১৪৫০-এর মন্বন্তরের মর্মবিদারী কাল শুরুর লগ্নে নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনির পরিকল্পনা করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিবেশে গ্রামবাংলায় আস্তানা গড়ে তোলে বিদেশী সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যবাহিনীর রসদ সরবরাহের বিষয়টি তৎকালীন গ্রাম ও শহরের মুনাফা লোভীরা সানন্দে বিবেচনার মধ্যে আনে। এর ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য হু হু করে

বেড়ে যায়। চাষীরা যে ফসল উৎপন্ন করে মাথার ঘাম পায় ফেলে, সেই ফসল চালান হয়ে সৈন্যদলে। আর ফসল হাতছাড়া হয়ে যাওয়া চাষীরা থাকে অনাহারে এবং অনিশ্চয়তার হাহাকার নিয়ে। এই হাহাকারকে দ্বিগুণিত করে ১৪৫০-এর মন্বন্তরের অশুভ আবির্ভাব। এই আবির্ভাবের ফলে গ্রামে তৈরি হয় লঙ্গরখানা খোলার অধিকার আদায় করে প্রশাসনকে হাতের মুঠিতে আনার বেনিয়া লড়াই। লঙ্গরখানা খোলার ফলে অবশ্য দরিদ্র বুভুক্ষু গ্রামবাসী খাদ্যের অভাব মেটাবার উপায় খুঁজে পেল। কিন্তু লঙ্গরখানার অন্তরালে চলে লাভের বখরা আদায়ের কারসাজি। বরাদ্দ চাল ডাল অবশ্য অদৃশ্য অঙ্গুলি হেলনে চলে যায় কালোবাজারীতে। মতলববাজ গ্রামীণ মাতব্বররা নিজ বাড়িতে লঙ্গরখানা খোলার সরকারী অনুমোদন লাভ করে তাদের হয় পোয়াবারা। 'ছেঁড়াতার' নাটকের কাহিনি দাঁড়িয়ে আছে উল্লিখিত এই বিশেষ পটভূমিকায়। একথা স্বীকার করতেই হবে, 'ছেঁড়া তারের মধ্যে গণনাট্যের লক্ষণ বর্তমান থাকলেও নাটকটি প্রথাসম্মত গণনাট্য হয়নি। গণনাট্যে তারিকায়িত হয় জনগণ। তাদের উপর নেমে আসে যে দুর্গতি শোষক ও শাসক সম্প্রদায়ের নির্মম অত্যাচারে, সেই দুর্গতির বিরুদ্ধে লড়াই করে সম্মিলিত ও সঙ্ঘবদ্ধ জনগণ। লড়াই জনগণকে নিয়ে যায় চূড়ান্ত প্রতিরোধের পথে। এই প্রতিরোধ নিয়ে আসবে প্রত্যাশিত জয়। গণনাট্যের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ভাবে ছেঁড়া তার নাটকে প্রকটিত নয়। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবেও যে গণনাট্যের ধারণাকে এই নাটকে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা নয়।

এই পটভূমিকে ভিত্তি করে 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিবিম্বিত হয় উত্তর বাংলার এই প্রত্যন্ত গ্রামের সমাজজীবন চিত্র; এবং কাহিনিরই দাবি মেনে অনুষঙ্গ হিসাবে স্বল্প প্রতিচ্ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হয় কলকাতা শহরের মধ্যবিত্ত জীবনাচার। এসব সত্ত্বেও আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় সামাজিক জীবন হল উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। অবশ্য এই কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের সিংহভাগ মুসলমান ধর্মীয় বৃত্তের আশ্রয়ে প্রতিপালিত। এই সমাজের দুই বিপরীত মেরুর প্রতিভূ হিসাবেই রহিমুদ্দি ও হাকিমুদ্দি চরিত্র দুটির আত্মপ্রকাশ; আর সঙ্গী হিসাবে রহিমুদ্দির বন্ধু মোহন নিয়ে আসে কলকাতা কেন্দ্রিক নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের সংক্ষিপ্ত চিত্ররূপ। রহিমুদ্দি, ফুলজান, হাকিমুদ্দি, সরেমামুদ, কানা ফকির প্রমূখ চরিত্রকে আশ্রয় করে আমরা একটি মুসলমান সমাজ-জীবনকে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠতে দেখি, এর বিপরীতে শ্রীমন্তের ন্যায় চরিত্রকে অবলম্বন করে আমরা হিন্দু সমাজেরও টুকরো প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। যদিও সিংহভাগ বাংলার প্রত্যন্ত মুসলমান কৃষিজীবী সমাজেরই চিত্ররূপ। আমরা জানি যেকোনও গ্রাম্য সমাজের কেন্দ্রে থাকে ধর্মের অনুশাসনের বাড়াবাড়ি, মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে সেই অনুশাসনের ঘেরাটোপ আরও দৃঢ়। যার প্রতিচ্ছবি আলোচ্য নাটকেও স্পষ্ট যেখানে হয়তো শেষ পর্যন্ত এই ধর্মই এই নাটকের প্রধান নির্ণায়ক শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার দুর্ভেদ্য আকর্ষণ ভেদ করে ফুলজানের বের হয়ে যেতে না পারা তার সংসারের অশুভ পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

তৎকালীন গ্রাম সমাজ ব্যবস্থার একটি প্রধান চিত্ররূপ ছিল জোতদারের কায়েমি শক্তির প্রতিস্পর্ধী আগ্রাসনে সর্বশান্ত হয়ে যাওয়া গ্রাম্য সমাজের অসহায় অবস্থা। আলোচ্য নাটকে যা হাকিমুদ্দির ক্রম বিকাশে লক্ষণীয়, সে তার শক্তির অপব্যবহারে যেমন অন্যের জমি ঠকিয়ে অধিকার করেছে ঠিক আপন প্রতিপত্তির জোর খাটিয়ে নিজের উঠোনেই সে বসিয়েছে লঙ্গরখানা যাতে সে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আবার গ্রাম সমাজের সুখ-দুঃখ যে তাদের বিনোদনের মাধ্যমকে

স্পষ্টত প্রকাশ পায় তা গোবিন্দের গানে তাদের হাসি তামশায় নানা ভাবে প্রকাশিত। এভাবেই নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী অত্যন্ত সচেতন ভাবে উত্তরবাংলার একটি কৃষিজীবী সমাজের চিত্র ফুটিয়ে তোলেন।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিফলিত সমাজজীবনের চিত্র সংক্ষেপে অঙ্কন করুন। **(১৫০ শব্দের মধ্যে)**

৪.৫ 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনশৈলী

নাট্যকার তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনশৈলী আলোচনা প্রসঙ্গ এই নাটকে যে করুণ রসের সমাবেশ তা দেখে খুব সংগত ভাবে চলে আসে ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ। তাই নাট্য গঠনের বিষয়ে অবগাহনের পূর্বে এখানে খুব সংক্ষেপে ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গটি অবলোকন করা প্রয়োজন। ট্র্যাজেডি করুণ রসাত্মক নাটক। ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা প্রথম নির্ধারণ করেন মহামতি অ্যারিস্টটল। তিনি তাঁর 'পোয়েটিকস' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, বুচারের অনুবাদে তা নিম্নরূপ : "Tragedy, then is an imitation of an action that is serious, complete and of certain magnitude, in language enbellished with each kind of artistic ornaments; the several kinds being found in seperate parts of the play; in the form of action, not of narrative, through pity and fear effecting then proper purgation of these emotions." সংজ্ঞাটি অনুধাবণ করলে কতকগুলি সূত্র আবিষ্কৃত হয়। ট্র্যাজেডি 'serious action' এর প্রকাশ ঘটায়। এই 'serious action' জীবনের গুরুগম্ভীর বেদনার কথার উদ্‌ঘাটন করে। তার ফলে করুণা ও ভয় উৎপত্তি হয়। এক কথায় অ্যারিস্ততলের মতে ট্র্যাজেডি জীবনবৃত্তের অনুকরণমাত্র। এই জীবনবৃত্তের রূপায়ণ আস্বাদ আনে ভয়ানক মিশ্রিত করুণরস। ট্র্যাজেডি ঘটে নাটকের প্রধান চরিত্রের জীবনে। তাকে নায়ক বলা হয়। নায়ক হবে above the common level স্তরের মানুষ। এর অর্থ নায়কের মধ্যে কোন না কোন বিষয়ের অসাধারণত্ব থাকবে। এই অসাধারণত্বই নায়ককে সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। কিন্তু অসাধারণত্ব থাকা সত্ত্বেও নায়ক চরিত্রে থাকে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি। একে ইংরেজিতে বলে 'arror or frailty', যা নায়ক চরিত্রে ট্র্যাজেডি ঘনিয়ে আনে।

ট্র্যাজেডির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভেবে দেখতে হবে তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকটির গঠনশৈলীতে ট্র্যাজেডি বৈশিষ্ট্য কী ভাবে কতখানি জড়িয়ে আছে। ১৪৫০ বঙ্গাব্দের কুখ্যাত দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। কিন্তু এইটুকু বললে 'ছেঁড়া তারে'র সামগ্রিক পরিচয় হয় না। দুর্ভিক্ষ এনেছিল অসহায় গ্রাম্য মানুষের জীবনে বিপর্যয়। অনশন মহামারী অনিশ্চয়তা এই সব মানুষের জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। 'ছেঁড়া তার' নাটকে এই বিপর্যস্ত জীবনের ছবি খুবই বিশ্বস্ত ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিশে আছে নিরক্ষর মুসলমান কৃষক সমাজের জীবন সংস্কারের করাল নিষ্ঠুর ঘটনা। দুর্ভিক্ষের অভিঘাতে অন্যান্য গ্রামবাসীদের মতো রহিমুদ্দিও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দিনের পর দিন তার পরিবার ছিল অভুক্ত। অনেক সাধ্য সাধনা করেও রহিমুদ্দি যখন তার স্ত্রী ও শিশুপুত্রের

অন্ন যোগানের কোনও ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ, তখন তার কানে আসে গ্রামের মাতব্বর হাকিমুদ্দির বাড়িতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। রহিমুদ্দি তখন তাঁর অভুক্ত স্ত্রী ও পুত্রকে পাঠায় হাকিমুদ্দির লঙ্গরখানায়। কিন্তু যেহেতু রহিমুদ্দি চৌকিদারি 'ট্যাকসো' দেয় সেই হেতু সে আর্থিক ভাবে সচ্ছল হওয়ায় তার স্ত্রী-পুত্র লঙ্গরখানার সুযোগ পাওয়ার অনুপযুক্ত। অবশ্য হাকিমুদি রহিমুদ্দির স্ত্রী ফুলজানকে তার বাড়ির অন্দরমহলে গিয়ে অন্ন গ্রহণের পরামর্শ দেয়। কিন্তু ফুলজান সেই পরামর্শ গ্রহণ না করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। অভুক্ত অনশন ক্লিষ্ট ফুলজান ও বসিরের দিকে রহিমুদ্দি তাকিয়ে বেদনার্ত হয়। সে মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়, ফুলজানকে সে তালাকনামা লিখে দেবে। তখন ফুলজানের পক্ষে হাকিমুদ্দির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অন্নের সংস্থান করতে পারবে। যথারীতি রহিমুদ্দি ফুলজানকে তালাকনামা লিখে দিলে তাই নিয়ে ফুলজান হাকিমুদ্দির বাড়িতে হাজির হয়। হাকিমুদ্দি তাকে তার বাড়ির বাঁদি রূপে গ্রহণ করে। আর রহিমুদ্দি তার ছেলে বসিরকে নিয়ে চলে যায় কলকাতায়। সেখানে গিয়ে তার ছোটোবেলার সহপাঠী বন্ধু মহিমের বদান্যতায় কাজ জোটাতে সক্ষম হয়। কলকাতায় অন্নের সংস্থান হলেও বসির অসুখে আক্রান্ত হয়। তার অসুখ পেটের, সেই সঙ্গে জ্বর। ইতিমধ্যে ভাদ্র মাস শুরু হয়েছে। আউস ধান উঠে গেছে। দুর্ভিক্ষের প্রকোপ চলে গেছে। রহিমুদ্দি তার ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। ছেলে তার মাকে না পেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। রহিমুদ্দির শুভানুধ্যায়ীরা চেষ্টা করে ফুলজানকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনার। ফুলজান আসতে চায় না। কারণ তার ভয় পাছে হদীজ খেলাপ হয়। রহিমুদ্দি তাকে বোঝায়। এমনকি কানা ফকিরের সঙ্গে তার নিকার ব্যবস্থাও করে। কিন্তু হাকিমুদ্দি নানাভাবে বাগড়া দিতে চেষ্টা করে। শেষে হতাশ রহিমুদ্দি ফুলজানকে হাত ধরে টেনে আনে তার বাড়িতে। ফুলজানের কোলে সে ছেলেকে বসিয়ে দেয় রহিমুদ্দি। কিন্তু কিছুতেই সে ফুলজানকে ঘরের মধ্যে ঢোকাতে পারল না। ফুলজানকে ফিরে পাবার আশায় রহিমুদ্দি তার বহুদিনের পড়ে থাকা প্রিয় বাদ্যযন্ত্র দিলরুবার তারে মোচড় দিতে গিয়ে যন্ত্রটির তার ছিঁড়ে দিল। এদিকে যখন সে ব্যর্থ হল ফুলজানকে ঘরে তুলতে, তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে সে চরম হতাশা ও না পাওয়ার বেদনায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনায় উপস্থিত সকলেই হতবাক ও বিষন্ন হয়ে পড়ে। আর ফুলজান অসহায় ভাবে কপাল চাপড়ায় আর বলে— "রাগ করি কোন কাম কল্লুরে? হায়, হায়-" এভাবে 'ছেঁড়া তার' নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে রহিমুদ্দির আত্মহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে ফুলজানের অসহায় কান্নায়।

রহিমুদ্দি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হল ধর্মীয় কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠতে। সে গ্রাম্যকৃষক হলেও ছোটোবেলায় স্কুলের পড়াশুনায় ছিল অনুরাগী। সেই সঙ্গে তার ছিল সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি অতি উৎসাহ। তার সাধের দিলরুবা তার দুঃখের দিনের সাথী। বউ ফুলজান ও ছেলে বসিরকে নিয়ে তার ছিল সুখের সংসার। কোনও ছলনা, মিথ্যাচার এবং নীচ কর্মে সে জড়িত নয়। উচিত কথা উচিত সময়ে জানিয়ে দিতে সে দ্বিধা করত না। হাকিমুদ্দি তার সচ্ছলতায় ঈর্ষান্বিত ছিল। সে নিয়ত চেষ্টা করত কেমন করে রহিমুদ্দিকে শায়েস্তা করা যায়। চুরির অপবাদ দিয়ে সে রহিমুদ্দিকে পুলিশের জালে জড়িয়ে ফেলতে চেয়ে ছিল। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি ও সততাকে সম্বল করে থাকায় রহিমুদ্দি সকল বিপদ থেকেই রেহাই পেয়েছে। রহিমুদ্দির চারিত্রিক মাধুর্য সকলকে তার প্রতি

আকৃষ্ট করে। দুর্ভিক্ষের অনাহারের প্রবল কশাঘাতের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য রহিমুদ্দি তালাক দানের সহজ উপায় বের করে নিয়েছিল। এই উপায় নির্ধারণ প্রয়াসে রহিমুদ্দির সুতীব্র ভাবাবেগের প্রাধান্য ছিল। ভাবাবেগে চালিত হয়ে সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেনি। তার হিসাব ছিল খুবই সরল। সে ভেবে দেখেনি, সে জেনে শুনেই বাঘের ঘরে অজ শিশু গচ্ছিত রেখে আসছে। আর, এই বাঘ, যে সে বাঘ নয়, স্বয়ং হাকিমুদ্দি। সে এই নাটকে প্রতিনায়ক। রহিমুদ্দির প্রতি তার ছিল আজন্ম ক্রোধ। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস শিথিল হওয়ায় যখন রহিমুদ্দি পুনরায় তার স্ত্রী ফুলজানকে নিজের কাছে ফিরে আসার চিন্তায় রঙীন হয়, তখন তার জীবনের প্রতীক দিলরুবার তার কখন ছিঁড়ে গেছে তা টের পেল না রহিমুদ্দি। হদীজ খেলাপের ভয়ে যখন ফুলজান রহিমুদ্দির ঘরে প্রবেশ করতে চাইল না, তখন উত্তেজিত কণ্ঠে সে ফুলজানকে বলে— "নিকার নামে বেইজ্জৎ হইলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওয়াটাক বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না।" এই কথাটুকু বলে রহিমুদ্দি জোরে দিলরুবার কানে মোচড় দিল। তাতেই তার তার ছিঁড়ে গেল। রহিমুদ্দি পাগলের মত কেঁদে বলল- "আল্লা যন্তর বাজিলয় না। তার খালি ছিঁড়ি ছিঁড়ি গেল ওহো-হোঃ।" এই বলেই সে ঘরের মধ্যে গেল। তারের ঘটনার কথা আগেই বিবৃত হয়েছে। দিলরুবার তার ছিঁড়ে যাওয়ার ঘটনাতেই আলোচ্য নাটকের ট্র্যাজেডি পরিণতি ওঠে। রহিমুদ্দির শারীরিক মৃত্যুবরণ ঐ তার ছিঁড়ে যাওয়ার অঙ্গ হিসেবে।

'ছেঁড়া তার'এর ট্র্যাজেডি ঘনীভূত হয়েছে ধর্ম ও হৃদয়ের পারস্পরিক সংকটে। মন্বন্তরের দুর্দশা এই সংকটকে ঘোরতর করে তুলেছিল অবশ্যই। জীবনকে বাজি রেখে রহিমুদ্দি এই দুর্দশা ঘোচাতে চেয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। জীবনের দাবি হার মেনেছে ধর্মীয় অনুশাসনের কাছে। ছেঁড়া তারের ব্যঞ্জনা জীবন পরাভাবের পটভূমিকে স্পষ্টতা দিয়েছে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় একথা স্পষ্ট যে 'ছেঁড়া তার' নাটকে করুণ রসের ধারা স্পষ্টত বহমান। কিন্তু এর গঠনে ট্র্যাজেডি বৈশিষ্ট্য কতখানি তার প্রমাণ দেয় রহিমুদ্দির পরাজয়। সে কৃষিজীবী সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও উচ্চ আদর্শের প্রতীক। সেই সঙ্গে তাঁর যে এই পরাজয় তাতে যেমন অ্যারিস্ততল কথিত নিয়তির বিপর্যয় রয়েছে ঠিক তেমনি রহিমুদ্দির প্রবল ভাবাবেগ তার চারিত্রিক ত্রুটির দিকটিকেও নির্দেশিত করে। সর্বোপরি ট্র্যাজেডির যে মূল বৈশিষ্ট্য করুণা ও ভীতির উদ্রেক তা আলোচ্য নাটকে রহিমুদ্দি ও ফুলজানের চরিত্রকে আশ্রয় করে দর্শক মনে উত্থাপিত হয়। সুতরাং সার্বিক বিচারে গঠনগত দিক থেকে আলোচ্য নাটকটি আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত একটি সুষ্ঠু ট্র্যাজেডির উদাহরণ।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকটি ট্র্যাজেডি নাটক হিসাবে কতখানি সার্থক তা আলোচনা করুন। (২০০ শব্দের মধ্যে)

৪.৬ অধ্যায় সংক্ষেপ

তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বাংলার এক ভয়াবহ মন্বন্তরকালীন সময়ের প্রতিচ্ছবি। এই নাটকে একাধারে সময়ের অভিঘাত, শাসক ও শোষিতের সংঘাত ও ধর্মের অনুশাসনকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের এক সুখী দম্পত্তির চরম বিপর্যয় এই নাটকের

আশ্রিত বিষয়। নায়ক রহিমুদ্দি ও ফুলজানের সংসারে এই বিপর্যয়ে অনুঘটকরূপে কাজ করে উপরোক্ত এই তিনটি বিশেষ ঘটনা। যার সংঘাতগত তীব্রতার ফলস্বরূপ নাটকের অন্তিমে রহিমুদ্দির আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক দৃশ্য সংঘটিত হয়।

৪.৭ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

- 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণে একটি সুরের প্রসঙ্গ রয়েছে যা জীবনের সুরের সঙ্গে একীভূত হয়ে রয়েছে, যার তাল ভঙ্গ আসলে জীবনের বিপর্যয়কেই নির্দেশ করে।
- ট্র্যাজেডি নাটকের সমস্ত বৈশিষ্ট্য আপন শরীরে ভরিয়ে নিয়ে আলোচ্য 'ছেঁড়া তার' নাটকটি সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক হয়ে উঠেছে।
- তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনিতে দুর্ভিক্ষের কারণে বাংলার কৃষিজীবী সমাজের শোচনীয় অবস্থার চেহারা ফুটে উঠেছে।
- 'ছেঁড়া তার' নাটক আশ্রয়ে তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজে ধর্মের প্রভাব ফুলজানের ধর্মভীরুতায় প্রকাশিত।

৪.৮ অতিরিক্ত পঠন

গোস্বামী, সনাতন (সম্পা) (১৯৯৪); তুলসী লাহিড়ী-র ছেঁড়া তার; কলকাতা : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

ঘোষ, ড. অজিতকুমার (১৯৯৮); বাংলা নাটকের ইতিহাস; কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

ঘোষ, ড. জগন্নাথ (২০১৭); তুলসী লাহিড়ীর ছেঁড়াতার; কলকাতা : প্রজ্ঞা বিকাশ

ভৌমিক, নির্মলেন্দু (২০০৮); তুলসী লাহিড়ী : ছেঁড়া তার; কলকাতা : ভারতী বুক স্টল

৪.৯ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : নামকরণ একটি সংকেত।.....'ছেঁড়া তার' নাটকের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে নামকরণ প্রসঙ্গটি এসেছে নায়কের হতাশ হৃদয়ের একটি অভাবিত প্রতিক্রিয়ায়। .....এভাবে নামকরণ প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে (দ্রষ্টব্য ৪.৪ অংশ)

২। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : 'ছেঁড়া তার' নাটকের কাহিনি পরিকল্পনায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার মর্মান্তিক মন্বন্তর বিশেষ কার্যকর ছিল .....এই পটভূমিকে ভিত্তি করে 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিবিম্বিত হয় উত্তরবাংলার এই প্রত্যন্ত গ্রামের সমাজজীবন চিত্র; .....এই সমাজের বিভিন্ন চিত্র নিয়ে আলোচনাটি সম্পূর্ণ করতে হবে। (দ্রষ্টব্য ৪.৪ অংশ)

৩। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত : প্রথমে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও স্বরূপের উপর আলোকপাত করতে হবে..... রহিমুদ্দি দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হল ধর্মীয় কুসংস্কারের

ঊর্ধ্বে উঠতে।.....এভাবে 'ছেঁড়া তার' নাটকে ব্যবহৃত ট্র্যাজেডির উপাদানগুলোকে স্পষ্ট করে আলোচনা করতে (দ্রষ্টব্য ৪.৫ অংশ)

⑦ ৪.১০ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। 'ছেঁড়া তার' নাটকের নামকরণ হিসাবে কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন।

২। 'ছেঁড়া তার' নাটকে প্রতিফলিত সমাজ চিত্র নাতিদীর্ঘ আলোচনায় তুলে আনুন।

৩। 'ছেঁড়া তার' নাটকের গঠনশৈলী বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

৪। ট্র্যাজেডির পরিচয় তুলে ধরে 'ছেঁড়া তার' নাটকটি ট্র্যাজেডি হিসাবে কতখানি সার্থক তা বিচার করুন।

*** *** ***